দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 4 FEB 2017
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

যশোরের ৮৮৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নেই

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ॥ যশোর জেলার ১ হাজার ১৩০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে শহীদ মিনার নেই ৮৮৫টিতে। অথচ সরকারীভাবে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করার নির্দেশনা রয়েছে। যশোরের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার না থাকায় ভাষা শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। তবে কিছু কিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে দূরে গিয়ে কোন শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, অভয়নগরে ১১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে শহীদ মিনার নেই ৫০টি বিদ্যালয়ে, কেশবপুরের ১৫১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪০টি বিদ্যালয়ে, মনিরামপুরের ২৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৫০টিতে, চৌগাছায় ১৩৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১০০টিতে, ঝিকরগাছায় ১৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০টি বিদ্যালয়ে, বাঘারপাড়ায় ১০২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৯টি বিদ্যালয়ে, সদর উপজেলার ২৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৪৩টিতে ও শার্শায় ১২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে শহীদ মিনার নেই ৩০টি বিদ্যালয়ে।

সদর উপজেলার উপশহর এলাকার শহিদ স্মরণী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহজাদ হোসেন জানান, তার বিদ্যালয়ে শহিদ মিনার না থাকায় আধা কিলোমিটার দূরে গিয়ে পাশের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন। পরে বিদ্যালয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাঘারপাড়া উপজেলার দুর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শিরিনা পারভীন জানান, তার বিদ্যালয়ে শহিদ মিনার নেই। তবে ভাষা আন্দোলন বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যশোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তাপস কুমার অধিকারী বলেন, সরকারীভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য কোন বরাদ্দ দেয়া হয় না। তাই শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়নি। ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনারে ফুল দিতে পারে না। তবে এ উপলক্ষে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আয়োজনে অন্য কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করে।